

বাংলা বানানের নিয়ম

উনিশ শতকের পূর্বে বাংলা বানানের কোনো নিয়ম ছিল না। উনিশ শতক থেকে বাংলা ভাষার বানান প্রমিত করার প্রয়াস দেখা যায়। তখন তৎসম শব্দের বানান নির্ধারণ করা হয় সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী। কিন্তু সম্ভব হয়নি অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দের বানানের নিয়ম নির্ধারণ করা। তৎসম, অতৎসম, প্রত্যয়, বিভক্তি, উপসর্গ ইত্যাদি সহযোগে গঠিত মিশ্র শব্দের বানানে নানান বিভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়। বাংলা বানানের নিয়ম আবিষ্কার ও তা সূত্রবদ্ধ করার ব্যাপারে যিনি প্রথমে ভাবেন ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিশ্বভারতী বিশ শতকের বিশের দশকে চলিত ভাষার বানানরীতি নির্ধারণ করেন। প্রস্তাবনা-পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ রীতি তৈরি করেন। বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত ‘রবীন্দ্র রচনাবলী’ এ বানানরীতি অনুসরণে মুদ্রিত হয়। ১৯৩৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানত অ-তৎসম শব্দের, কিছু ক্ষেত্রে তৎসম শব্দের বানানের নিয়ম নির্ধারণ করেন। এতে অনেক বিকল্প বানানের সুযোগ রাখা হয়। কিছু রক্ষণশীল পণ্ডিত বিরোধিতা করলেও রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রসহ অনেক পণ্ডিত ও লেখক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানরীতিকে সমর্থন করেন। বাংলাদেশে ১৯৪৭ সালের পর তৎকালীন সরকার, কিছু প্রতিষ্ঠান ও কোনো কোনো ব্যক্তি বাংলা বানান ও লিপি সংস্কারের চেষ্টা করেন। এতে বাংলার মূল বৈশিষ্ট্য রক্ষা না করে ইসলামি শব্দ ও যুক্তিবিহীন বানানরীতি চালুর অপচেষ্টা চলে। এ প্রচেষ্টা সফল হয়নি। ১৯৪৭ সালের বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে এবং ১৯৭৬ সালের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্টে পাঠ্যপুস্তকের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট বানানরীতি প্রণয়ন ও তা অনুসরণ করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়। পাঠ্যপুস্তকে বানানের সমতা বিধানের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ১৯৮৪ সালে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেন। তারা অভিন্ন বানানের কিছু নিয়ম সুপারিশ করেন। বিভিন্ন কারণে তা বহুল প্রচারিত হয়নি। ১৯৮৮ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কুমিল্লায় একটি জাতীয় কর্মশিবিরের আয়োজন করেন। এই কর্ম কমিশন সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পটভূমিতে বাংলা বানানের সমতা বিধানের জন্য একটি নীতিমালা তৈরি করেন। এ নীতিমালা অবলম্বনে একটি শব্দতালিকা প্রণয়ন করা হয়। ড. আনিসুজ্জামানের নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে বাংলা বানানের নিয়ম ও শব্দ তালিকা চূড়ান্ত করা হয়, এবং ১৯৯২ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম

ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড তা ‘পাঠ্য বইয়ের বানান’ নামে একটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করেন।

বাংলা একাডেমি বাংলা বানানের সমস্যা ও বিভ্রান্তি দূর করে বানানের নিয়মগুলো সূত্রবদ্ধ করার লক্ষ্যে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে। এ কমিটি বিশ্বভারতীর বানানরীতি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানের নিয়ম এবং বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রবর্তিত পাঠ্য বইয়ের বানানরীতিকে সমন্বিত করে একটি অভিন্ন বানানের নিয়ম নির্ধারণ করেন। এটিই ‘বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম’। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে এটি পুস্তিকা আকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। ২০০০ সালে এ নিয়মের কিছু সূত্র সংশোধিত হয় এবং তা ‘বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান’-এর পরিমার্জিত সংস্করণের পরিশিষ্ট হিসেবে মুদ্রিত হয়। ‘বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম’ অনুসরণে বিশেষজ্ঞ কমিটির অন্যতম সদস্য জামিল চৌধুরী ‘বাংলা বানান-অভিধান’ প্রণয়ন করেন। এ অভিধান ১৯৯৪ সালের জুনে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়।

বানান সংস্কারের কোনো প্রয়াস ‘বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম’ নয়। ব্যাকরণগত বিধান রক্ষা করে বানানের নিয়মগুলো বেঁধে দেওয়া হয়েছে, এবং একই শব্দের বানানে একাধিক বিকল্প যথাসম্ভব বর্জন করে সমতা বিধানের চেষ্টা করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ‘পাঠ্য বইয়ের বানান’ এবং বাংলা একাডেমি প্রণীত ‘প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম’র মধ্যে অনেকাংশে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও এদের মধ্যে দু-একটি ক্ষেত্রে কিছু গরমিল থেকে যায়। তাই একাডেমি প্রণীত ‘প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম’র সঙ্গে সমতা বিধানের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০০৫ সালে আবার একটি ‘বানানরীতি সমতা বিধান কমিটি’ গঠন করে। এ কমিটির সুপারিশের আলোকে একটি সংশোধিত, সংযোজিত ও পরিমার্জিত বানানরীতি প্রণীত হয়। সকল পাঠ্যপুস্তকে বাংলা বানানের জন্য এ বানানরীতি অনুসরণ করা হবে বলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড একটি সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে।

বাংলাদেশ সরকার অবশেষে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের পাঠ্যপুস্তকে এবং সরকারি বিভিন্ন কাজে বাংলা একাডেমি প্রণীত বানানরীতি অনুসরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ‘বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম’ পুস্তিকা ছাড়াও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত বাংলা বানানের নিয়ম বিস্তারিত আলোচনার পর বিশেষজ্ঞ কমিটি ‘বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম’-এর পরিমার্জিত সংস্করণ চূড়ান্ত করা হয়। বাংলা একাডেমি পরিমার্জিত সংস্করণ হিসেবে ২০১২ সালের সেপ্টেম্বরে ‘বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম’ পুনর্মুদ্রণ করে। বাংলাদেশে বাংলা বানানের ক্ষেত্রে এটিই হবে একমাত্র বানানরীতি।

বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম (পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১২)

১

তৎসম শব্দ

১.১ এই নিয়মে বর্ণিত ব্যতিক্রম ছাড়া তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের নির্দিষ্ট বানান অপরিবর্তিত থাকবে।

১.২ যেসব তৎসম শব্দে ই ঙ্গ বা উ উ উভয় শুদ্ধ কেবল সেসব শব্দে ই বা উ এবং কারচিহ্ন হি হবে।

যেমন:

কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, চুলি, তরগি, ধমনি, ধরগি, নাড়ি, পঞ্জি, পদবি, পলি, ভঙ্গি, মঞ্জরি, মসি, যুবতি, রচনাবলি, লহরি, শ্রেণি, সরগি, সূচিপত্র;

১.৩ রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন :

অর্জন, উদ্ধব, কর্ম, কার্তিক, কার্য, বার্ক্য, মূর্ছা, সূর্য ইত্যাদির পরিবর্তে অর্জন, উর্ধ্ব, কর্ম, কার্তিক, কার্য, বার্ক্য, মূর্ছা, সূর্য ইত্যাদি হবে।

১.৪ সন্ধির ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ পরে থাকলে পূর্ব পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) হবে।
যেমন :

অহম্ + কার = অহংকার

এভাবে ভয়ংকর, সংগীত, শুভংকর, হৃদয়ংগম, সংঘটন।

সন্ধিবদ্ধ না হলে ঙ্গ স্থানে ং হবে না যেমন:

অঙ্ক, অঙ্গ, আকাঙ্ক্ষা, আতঙ্ক, কঙ্কাল, গঙ্গা, বঙ্কিম, বঙ্গ, লঙ্ঘন, শঙ্কা, শৃঙ্খলা, সঙ্গে, সঙ্গী।

১.৫ সংস্কৃত ইন্-প্রত্যয়ন্ত শব্দের দীর্ঘ ঙ্গ-কারান্ত রূপ সমাসবদ্ধ হলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম-অনুযায়ী সেগুলোতে হ্রস্ব ই-কার হয়। যেমন:

গুণী→ গুণিজন, প্রাণী→ প্রাণিবিদ্যা, মন্ত্রী→ মন্ত্রিপরিষদ।

তবে এগুলোর সমাসবদ্ধ রূপে ঙ্গ-কারের ব্যবহারও চলতে পারে। যেমন:

গুণী→ গুণীজন, প্রাণী→ প্রাণীবিদ্যা, মন্ত্রী→ মন্ত্রীপরিষদ।

ইন্-প্রত্যয়ন্ত শব্দের সঙ্গে -ত্ব ও -তা প্রত্যয় যুক্ত হলে ই-কার হবে। যেমন:

কৃতি→ কৃতিত্ব, দায়ী→ দায়িত্ব, প্রতিযোগী→ প্রতিযোগিতা, মন্ত্রী→ মন্ত্রিত্ব, সহযোগী→ সহযোগিতা।

১.৬ বিসর্গ (ঃ)

শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না। যেমন:

ইতস্তত, কার্যত, ক্রমশ, পুনঃপুন, প্রথমত, প্রধানত, প্রয়াত, প্রায়শ, ফলত, বস্তুত, মূলত।

এছাড়া নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে শব্দমধ্যস্থ বিসর্গ-বির্জত রূপ গৃহীত হবে। যেমন:

দুহঃ, নিস্তরুঃ, নিষ্পৃহঃ, নিশ্বাসঃ।

২

অতৎসম শব্দ

২.১ ই, ঙ্গ, উ, উ

সকল অতৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র, শব্দে কেবল ই এবং উ এবং এদের কারচিহ্ন হি ব্যবহৃত হবে। যেমন :

আরবি, আসামি, ইংরেজি, ইমান, ইরানি, উনিশ, ওকালতি, কাহিনি, কুমির,

কেরামতি, খুশি, খেয়ালি, গাড়ি, গোয়ালিনি, চাচি, জমিদারি, জাপানি, জার্মানি, টুপি, তরকারি, দাড়ি, দাদি, দাবি, দিঘি, দিদি, নানি, নিচু, পশমি, পাখি, পাগলামি, পাগলি, পিসি, ফরাসি, ফরিয়াদি, ফারসি, ফিরিঙ্গি, বর্ণালি, বাঁশি, বাঙালি, বাড়ি, বিবি, বুড়ি, বেআইনি, বেশি, বোমাবাজি, ভারি, (অত্যন্ত অর্থে), মামি, মালি, মাসি, মাস্টারি, রানি, রূপালি, রেশমি, শাড়ি, সরকারি, সিদ্ধি, সোনালি, হাতি, হিজরি, হিন্দি, হেঁয়ালি।

চুন, পুজো, পুব, মুলা, মুলো।

পদাশ্রিত নির্দেশক টি-তে ই-কার হবে। যেমন:

ছেলেটি, বইটি, লোকটি।

সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ, ও যোজন পদরূপে কী শব্দটি ঈ-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন:

এটা কী বই? কী আনন্দ! কী আর বলব? কী করছ? কী করে যাব? কী খেলে? কী জানি? কী 'দুরাশা! তোমার কী! কী বুদ্ধি নিয়ে এসেছিলে! কী পড়ো? কী যে করি! কী বাংলা কী ইংরেজি উভয় ভাষায় তিনি পারদর্শী।

কীভাবে, কীকরম, কীরূপে প্রভৃতি শব্দেও ঈ-কার হবে।

যেসব প্রশ্নবাচক বাক্যের উত্তর হ্যাঁ বা না হবে, সেইসব বাক্যে ব্যবহৃত 'কি' হ্রস্ব ই-কার দিয়ে লেখা হবে।

যেমন:

তুমি কি যাবে? সে কি এসেছিল?

২.২ এ, অ্যা

বাংলায় এ বর্ণ বা -কার দিয়ে এ এবং অ্যা এই উভয় ধ্বনি নির্দেশিত হয়। যেমন :

কেন, কেনো (ক্রয় করো): খেলা, খেলি; গেল, গেলে, গেছে; দেখা, দেখি; জেনো, যেন।

তবে কিছু তদ্ভব এবং বিশেষভাবে দেশি শব্দ রয়েছে যেগুলির া-কার যুক্ত রূপ বহুল পরিচিত। যেমন :

ব্যাঙ, ল্যাঠা।

এসব শব্দে া অপরিবর্তিত থাকবে।

বিদেশি শব্দে ক্ষেত্র-অনুযায়ী অ্যা বা া-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন:

অ্যাকাউন্ট, অ্যান্ড (and), অ্যাসিড, ক্যাসেট, ব্যাংক, ভ্যাট, ম্যানেজার, হ্যাট।

২.৩ ও

বাংলা অ-ধ্বনির উচ্চারণ বহু ক্ষেত্রে ও-র মতো হয়। শব্দশেষের এসব এ ধ্বনি ও-কার দিয়ে লেখা যেতে পারে। যেমন :

কালো, খাটো, ছোটো, ভালো ;

এগারো, বারো, তেরো, পনেরো, ষোলো, সতেরো, আঠারো;

করানো, খাওয়ানো, চড়ানো, চরানো, চালানো, দেখানো, নামানো, পাঠানো,

বসানো, শেখানো, শোনানো, হাসানো;

কুড়ানো, নিকানো, বাঁকানো, বাঁধানো, ঘোরালো, জোরালো, ধারালো, প্যাঁচানো;

করো, চড়ো, জেনো, ধরো, পড়ো, বলো, বসো, শেখো, করাতো, কেনো, দেবো, হতো, হবো, হলো, কোনো, মতো।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় শব্দের আদিতেও ও-কার লেখা যেতে পারে। যেমন :

কোরো, বোলো, বোসো।

২.৪ ং, ঙ

শব্দের শেষে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সাধারণভাবে অনুস্বার (ং) ব্যবহৃত হবে। যেমন :

গাং, ঢং, পালং, রং, রাং, সং।

তবে অনুস্বারের সঙ্গে স্বর যুক্ত হলে ঙ হবে। যেমন :

বাঙালি, ভাঙা, রঙিন, রঙের।

বাংলা ও বাংলাদেশ শব্দে অনুস্বার থাকবে।

২.৫ ক্ষ, খ

অতৎসম শব্দ খিদে, খুদ, খুদে, খুর, (গবাদি পশুর পায়ের শেষ প্রান্ত), খেত, খ্যাপা ইত্যাদি লেখা হবে।

২.৬ জ, য

বাংলায় প্রচলিত বিদেশি শব্দ সাধারণভাবে বাংলা ভাষার ধ্বনিপদ্ধতি অনুযায়ী লিখতে হবে। যেমন :

কাগজ, জাদু, জাহাজ, জুলুম, জেব্রা, বাজার, হাজার।

ইসলাম ধর্ম-সংক্রান্ত কয়েকটি শব্দে বিকল্পে ‘য’ লেখা যেতে পারে। যেমন :

আযান, ওযু, কাযা, নামায, মুয়ায্যিন, যোহর, রমযান, হযরত।

২.৭ মূর্ধন্য ণ, দন্ত্য ন

অতৎসম শব্দের বানানে ণ ব্যবহার করা হবে না। যেমন :

অঘ্নান, ইরান, কান, কোরান, গভর্নর, গুনতি, গোনা, ঝরনা, ধরন, পরান, রানি, সোনা, হর্ন।

তৎসম শব্দে ট ঠ ড ঢ-য়ের পূর্বে যুক্ত নাসিক্যবর্ণ ণ হয়। যেমন :

কণ্টক, প্রচণ্ড, লুণ্ঠন।

কিন্তু অতৎসম শব্দের ক্ষেত্রে ট ঠ ড ঢ-য়ের আগে কেবল ন হবে। যেমন :

গুন্ডা, ঝান্ডা, ঠান্ডা, ডান্ডা, লণ্ঠন।

২.৮ শ, ষ, স

বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে ‘ষ’ ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। যেমন :

কিশমিশ, নাশতা, পোশাক, বেহেশত, শখ, শয়তান, শরবত, শরম, শহর, শামিয়ানা, শার্ট, শৌখিন;

আপন, জিনিস, মসলা, সন, সাদা, সাল (বৎসর), স্মার্ট, হিসাব ;
স্টল, স্টাইল, স্টিমার, স্ট্রিট, স্টুডিও, স্টেশন, স্টোর;
ইসলাম, তসলিম, মুসলমান, মুসলিম, সালাত, সালাম;
এশা, শাওয়াল (হিজরি মাস), শবান (হিজরি মাস)।

ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশি s ধ্বনির জন্য s Ges -sh, -sion, -ssion, -tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য শ ব্যবহৃত হবে। যেমন:

পাসপোর্ট, বাস;

ক্যাশ;

টেলিভিশন;

মিশন, সেশন;

রেশন, স্টেশন।

সেখানে বাংলায় বিদেশি শব্দের বানান পরিবর্তিত হয়ে স ছ-এর রূপ লাভ করেছে সেখানে ছ-এর ব্যবহার থাকবে। যেমন :

তছনছ, পছন্দ, মিছরি, মিছিল।

২.৯ বিদেশি শব্দ ও যুক্তবর্ণ

বাংলায় বিদেশি শব্দের আদিতে বর্ণবিশেষ সম্ভব নয়। এগুলো যুক্তবর্ণ দিয়ে লিখতে হবে। যেমন :

স্টেশন, স্ট্রিট, স্প্রিং।

তবে অন্য ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করা যায়। যেমন :

মার্কস, শেসসপিয়র, ইসরাফিল।

২.১০ হস-চিহ্ন

হস-চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন :

কলকল, করলেন, কাত, চট, চক, জজ, ঝরঝর, টক, টন, টাক, ডিশ, তছনছ, ফটফট, বললেন, শখ, হুক।

তবে যদি অর্থবিভ্রান্তি বা ভুল উচ্চারণের আশঙ্কা থাকে তাহলে হস-চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন :

উহ্, বাহ্, যাহ্।

২.১১ উর্ধ্ব-কমা

উর্ধ্ব-কমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন :

বলে (বলিয়া), হয়ে, দুজন, চাল (চাউল), আল (আইল)।

৩

বিবিধ

৩.১ সমাসবদ্ধ শব্দগুলো যথাসম্ভব একসঙ্গে লিখতে হবে। যেমন :

অদৃষ্টপূর্ব, অনাস্বাদিতপূর্ব, নেশাশ্রুস্ত, পিতাপুত্র, পূর্বপরিচিত, বিষাদমণ্ডিত, রবিবার, লক্ষ্যভ্রষ্ট, সংবাদপত্র, সংযতবাক, সমস্যাপূর্ণ, স্বভাবগতভাবে।

বিশেষ প্রয়োজনে সমাসবদ্ধ শব্দটিকে এক বা একাধিক হাইফেন (-) দিয়ে যুক্ত করা যায়। যেমন :

কিছু-না-কিছু, জল-স্থল-আকাশ, বাপ-বেটা, বেটা-বেটি, মা-মেয়ে।

৩.২ বিশেষণ পদ সাধারণভাবে পরবর্তী পদের সঙ্গে যুক্ত হবে না। যেমন :

ভালো দিন, লাল গোলাপ, সগন্ধ ফুল, সুনীল আকাশ, সুন্দরী মেয়ে, শুদ্ধ, মধ্যাহ্ন।

৩.৩ না-বাচক না এবং নি-এর প্রথমটি (না) স্বতন্ত্র পদ হিসেবে এবং দ্বিতীয়টি (নি) সমাসবদ্ধ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। যেমন :

করি না, কিন্তু করিনি।

এছাড়া শব্দের পূর্বে না-বাচক উপসর্গ 'না' উত্তরপদের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। যেমন :

নাবালক, নারাজ, নাহক।

অর্থ পরিস্ফুট করার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুভূত হলে না-এর পর হাইফেন ব্যবহার করা যায়। যেমন :

না-গোনা পাখি, না-বলা বাণী, না-শোনা কথা।

৩.৪ অধিকন্তু অর্থে ব্যবহৃত 'ও' প্রত্যয় শব্দের কার-চিহ্ন রূপে যুক্ত না হয়ে পূর্ণ রূপে শব্দের পরে যুক্ত হবে। যেমন :

আজও, আমারও, কালও, তোমারও।

৩.৫ নিশ্চয়্যার্থক 'ই' শব্দের সঙ্গে কার-চিহ্ন রূপে যুক্ত না হয়ে পূর্ণ রূপে শব্দের পরে যুক্ত হবে। যেমন :

আজই, এখনই।

৪

ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নাম এই নিয়মের আওতাভুক্ত নয়।

৫

ক্রিয়াপদের রূপ

৫.১ উঠ্ ধাতু

(আমি) উঠতাম, উঠেছিলাম, উঠছিলাম, উঠলাম, উঠেছি, উঠছি, উঠি, উঠব;
ওঠতাম, উঠিয়েছিলাম, ওঠাচ্ছিলাম, ওঠলাম, উঠিয়েছি, ওঠাচ্ছি, ওঠাই,
ওঠাব

(তুমি) উঠতে, উঠেছিলে, উঠছিলে, উঠলে, উঠেছ, উঠছ, ওঠো, উঠবে, উঠো;
ওঠাতে, উঠিয়েছিলে, ওঠাচ্ছিলে, ওঠালে, উঠিয়েছ, ওঠাচ্ছে, ওঠাও, ওঠাবে,
উঠিয়ো

(তুই) উঠতি(স), উঠেছিলি, উঠছিলি, উঠলি, উঠেছিস, উঠছিস, উঠিস, উঠবি, ওঠ;

ওঠাতি, উঠিয়েছিলি, ওঠাচ্ছিলি, ওঠালি, উঠিয়েছিস, ওঠাচ্ছিস, ওঠাস, ওঠাবি, ওঠা (সে) উঠত, উঠেছিল, উঠছিল, উঠল, উঠেছে, উঠছে; ওঠে, উঠবে, উঠুক; ওঠাত, উঠিয়েছিল, ওঠাচ্ছিল, ওঠাল, উঠিয়েছে, ওঠাচ্ছে, ওঠায়, ওঠাবে, ওঠাক (আপনি/তিনি) উঠতেন, উঠেছিলেন, ওঠেন, উঠবেন, উঠুন; ওঠাতেন, উঠিয়েছিলেন, ওঠাচ্ছিলেন, ওঠালেন, উঠিয়েছেন, ওঠাচ্ছেন, ওঠাবেন, ওঠান, উঠে, উঠিয়ে

৫.২ কর্ ধাতু

করতাম, করেছিলাম, করছিলাম, করলাম, করেছি, করছি, করি, করব; করাতাম, করিয়েছিলাম, করাচ্ছিলাম, করালাম, করিয়েছি, করাচ্ছি, করাই, করাব

করতে, করেছিলে, করছিলে, করলে, করেছ, করছ, করো, করবে, করা; করাতে, করিয়েছিলে, করাচ্ছিলে, করালে, করিয়েছ, করাচ্ছ, করাও, করাবে, কোরিয়ো

করতি(স), করেছিলি, করছিলি, করলি, করেছিস, করছিস, করিস, করবি, কর; করাতি, করিয়েছিলি, করাচ্ছিলি, করালি, করিয়েছিস, করাচ্ছিস, করাস, করাবি, করা করত, করেছিল, করছিল, করল, করেছে, করছে, করে, করবে, করুক; করাতো, করেছিল, করাচ্ছিল, করালো, করিয়েছে, করাচ্ছে, করায়, করাবে, করাক

করতেন, করেছিলেন, করছিলেন, করলেন, করেছেন, করছেন, করেন, করবেন, করুন;

করাতেন, করিতেছিলেন, করাচ্ছিলেন, করালেন, করিয়েছেন, করাচ্ছেন, করাবেন, করান, করে [ক'রে], করিয়ে

৫.৩ কাট্ ধাতু

কাটতাম, কেটেছিলাম, কাটছিলাম, কাটলাম, কেটেছি, কাটছি, কাটি, কাটব; কাটাতাম, কাটিয়েছিলাম, কাটাচ্ছিলাম, কাটালাম, কাটিয়েছি, কাটাচ্ছি, কাটাই, কাটাব কাটাতে, কেটেছিলে, কাটছিলে, কাটলে, কেটেছ, কাটছ, কাটো, কাটবে, কেটো; কাটাতে, কাটিয়েছিলে, কাটাচ্ছিলে, কাটালে, কাটিয়েছ, কাটাচ্ছ, কাটাও, কাটাবে, কাটিয়ো

কাটতি(স), কেটেছিলি, কাটছিলি, কাটলি, কেটেছিস, কাটছিস, কাটিস, কাট, কাটবি; কাটাতি, কাটিয়েছিলি, কাটাচ্ছিলি, কাটালি, কাটিয়েছিস, কাটাচ্ছিস, কাটাস, কাটা, কাটাবি

কাটত, কেটেছিল, কাটল, কেটেছে, কাটছে, কাটে, কাটুক, কাটবে; কাটাত, কাটিয়েছিল, কাটাচ্ছিল, কাটাল, কাটিয়েছে, কাটাচ্ছে, কাটায়, কাটাক, কাটাবে কাটতেন, কেটেছিলেন, কাটছিলেন, কাটলেন, কেটেছেন, কাটছেন, কাটেন, কাটুন, কাটাবেন; কাটাতেন, কাটিয়েছিলেন, কাটাচ্ছিলেন, কাটালেন, কাটিয়েছেন, কাটাচ্ছেন, কাটান, কাটাবেন, কেটে, কাটিয়ে

৫.৪ খা ধাতু

খেতাম, খেয়েছিলাম, খাচ্ছিলাম, খেলাম, খেয়েছি, খাচ্ছি, খাই, খাব;
খাওয়াতাম, খাইয়েছিলাম, খাওয়াচ্ছিলাম, খাওয়ালাম, খাইয়েছি, খাওয়াচ্ছি,
খাওয়াই, খাওয়াব

খেতে, খেয়েছিলে, খাচ্ছিলে, খেলে, খেয়েছ, খাচ্ছ, খাও, খেয়ো, খাবে;
খাওয়াতে, খাইয়েছিলে, খাওয়াচ্ছিলে, খাওয়ালে, খাইয়েছ, খাওয়াচ্ছ,
খাওয়াও, খাইয়ো, খাওয়াবে খেতি (স), খেয়েছিলি, খাচ্ছিলি, খেলি,
খেয়েছিস, খাচ্ছিস, খাস, খাবি, খা; খাওয়াতি, খাইয়েছিলি, খাওয়াচ্ছিলি,
খাওয়ালি, খাইয়েছিস, খাওয়াচ্ছিস, খাওয়াস, খাওয়াবি, খাওয়া

খেতো, খেয়েছিল, খাচ্ছিল, খেলো, খেয়েছে, খাচ্ছে, খায়, খাবে, খাক;
খাওয়াত, খাইয়েছিল, খাওয়াচ্ছিল, খাওয়াল, খাইয়েছে, খাওয়াচ্ছে, খাওয়ায়,
খাওয়াবে, খাওয়াক

খেতেন, খেয়েছিলেন, খাচ্ছিলেন, খেলেন, খেয়েছেন, খাচ্ছেন, খান, খাবেন;
খাওয়াতেন, খাইয়েছিলেন, খাওয়াচ্ছিলেন, খাওয়ালেন, খাইয়েছেন,
খাওয়াচ্ছেন, খাওয়ান, খাওয়াবেন

খেয়ে, খাইয়ে

৫.৫ দি ধাতু

দিতাম, দিয়েছিলাম, দিচ্ছিলাম, দিলাম, দিয়েছি, দিচ্ছি, দিই, দেবো;
দেওয়াতাম, দিইয়েছিলাম, দেওয়ালাম, দিইয়েছি, দেওয়াচ্ছি, দেওয়াই,
দেওয়াব

দিতে, দিয়েছিলে, দিচ্ছিলে, দিলে, দিয়েছ, দিচ্ছ, দাও, দিয়ো, দেবে;
দেওয়াতে, দিইয়েছিলে, দেওয়াচ্ছিলে, দেওয়ালে, দিইয়েছ, দেওয়াচ্ছ,
দেওয়াও, দিইয়ো, দেওয়াবে

দিতি(স), দিয়েছিলি, দিচ্ছিলি, দিলি, দিয়েছিস, দিচ্ছিস, দিস, দিবি, দে;
দেওয়াতি, দিইয়েছিলি, দিওয়াচ্ছিলি, দেওয়ালি, দিইয়েছিস, দেওয়াচ্ছিস,
দেওয়াস, দেওয়াবি, দেওয়া

দিত, দিয়েছিল, দিচ্ছিল, দিলো, দিয়েছে, দিচ্ছে, দেয়, দেবে, দিক; দেওয়াত,
দিইয়েছিল, দেওয়াচ্ছিল, দেওয়ালো, দিইয়েছে, দেওয়াচ্ছে, দেওয়ায়,
দেওয়াবে, দেওয়াক

দিতেন, দিয়েছিলেন, দিচ্ছিলেন, দিলেন, দিয়েছেন, দিচ্ছেন, দেন, দেবেন,
দিন; দেওয়াতেন, দিইয়েছিলেন, দেওয়াচ্ছিলেন, দেওয়ালেন, দিইয়েছেন,
দেওয়াচ্ছেন, দেওয়াবেন, দেওয়ান, দিয়ে

৫.৬ দৌড়া ধাতু

দৌড়াতাম, দৌড়েছিলাম, দৌড়াচ্ছিলাম, দৌড়ালাম, দৌড়েছি, দৌড়াচ্ছি,
দৌড়াই, দৌড়াব

দৌড়াতে, দৌড়েছিলে, দৌড়াচ্ছিলে, দৌড়ালে, দৌড়েছ, দৌড়াচ্ছ, দৌড়াও,
দৌড়াবে দৌড়াতি(স), দৌড়েছিলি, দৌড়াচ্ছিলি, দৌড়ালি, দৌড়েছিস,

দৌড়াচ্ছিস, দৌড়াস, দৌড়াবি

দৌড়াত, দৌড়েছিল, দৌড়াচ্ছিল, দৌড়াল, দৌড়েছে, দৌড়াচ্ছে, দৌড়ায়, দৌড়াবে, দৌড়াক

দৌড়াতেন, দৌড়েছিলেন, দৌড়াচ্ছিলেন, দৌড়ালেন, দৌড়েছেন, দৌড়াচ্ছেন, দৌড়ান, দৌড়াবেন, দৌড়ে

৫.৭ যা ধাতু

যেতাম, গিয়েছিলাম, যাচ্ছিলাম, গেলাম, গিয়েছি, যাচ্ছি, যাই, যাব;
যাওয়াতাম, যাইয়েছিলাম, যাওয়াচ্ছিলাম, যাওয়ালাম, যাইয়েছি, যাওয়াচ্ছি,
যাওয়াই, যাওয়াব

যেতে, গিয়েছিলে, যাচ্ছিলে, গেলে, গিয়েছ, যাচ্ছ, যাও, যেয়ো, যাবে;
যাওয়াতে, যাওয়াচ্ছিলে, যাওয়ালে, যাওয়াচ্ছ, যাওয়াও, যাইয়ো, যাওয়াবে

যেতি (স), গিয়েছিলি, যাচ্ছিলি, গেলি, গিয়েছিস, যাচ্ছিস, যাস, যাবি, যা;
যাওয়াতি, যাইয়েছিলি, যাওয়াচ্ছিলি, যাওয়ালি, যাইয়েছিস, যাওয়াচ্ছিস,
যাওয়াস, যাওয়াবি, যাওয়া যেত, যাচ্ছিল, গেল, গিয়েছে, যাচ্ছে, যায়, যাবে,
যাক; যাওয়াত, যাওয়াচ্ছিল, যাওয়াল, যাইয়েছে, যাওয়াচ্ছে, যাওয়ায়,
যাওয়াবে, যাওয়াক

যেতেন, গিয়েছিলেন, যাচ্ছিলেন, গেলেন, গিয়েছেন, যাচ্ছেন, যান, যাবেন;
যাওয়াতেন, যাইয়েছিলেন, যাওয়াচ্ছিলেন, যাওয়ালেন, যাইয়েছেন,
যাওয়াচ্ছেন, যাওয়ান, যাওয়াবেন, গিয়ে

৫.৮ শিখ্ ধাতু

শিখতাম, শিখেছিলাম, শিখছিলাম, শিখলাম, শিখেছি, শিখছি, শিখি, শিখব;
শেখাতাম, শিখিয়েছিলাম, শেখাচ্ছিলাম, শেখালাম,

শিখিয়েছি, শেখাচ্ছি, শেখাই, শেখাব

শিখতে, শিখেছিলে, শিখছিলে, শিখলে, শিখেছ, শিখছ, শেখো, শিখো,
শিখবে; শেখাতে, শিখিয়েছিলে, শেখাচ্ছিলে, শেখালে, শিখিয়েছ, শেখাচ্ছ,
শেখাও, শিখিয়ো, শেখাবে

শিখতি(স), শিখেছিলি, শিখছিলি, শিখলি, শিখেছিস, শিখছিস, শিখিস,
শিখবি, শেখ; শেখাতি, শিখিয়েছিলি, শেখাচ্ছিলি, শেখালি, শিখিয়েছিস,
শেখাচ্ছিস, শেখাস, শেখাবি, শেখা

শিখত, শিখেছিল, শিখছিল, শিখল, শিখেছে, শিখছে, শেখে, শিখবে, শিখুক;
শেখাত, শিখিয়েছিল, শেখাচ্ছিল, শেখাল, শিখিয়েছে, শেখাচ্ছে, শেখায়,
শেখাবে, শেখাক শিখতেন, শিখেছিলেন, শিখছিলেন, শিখলেন, শিখেছেন,
শিখছেন, শেখেন, শিখবেন; শেখাতেন, শিখিয়েছিলেন, শেখাচ্ছিলেন,
শেখালেন, শিখিয়েছেন, শেখাচ্ছেন, শেখান, শেখাবেন

শিখে, শিখিয়ে

৫.৯ শু ধাতু

শুতাম, শুয়েছিলাম, শুচ্ছিলাম, শুলাম, শুয়েছি, শুচ্ছি, শুই, শোব; শোয়তাম, শুইয়েছিলাম, শোয়াচ্ছিলাম, শোয়ালাম, শুইয়েছি, শোয়াচ্ছি, শোয়াই, শোয়াব

শুতে, শুয়েছিলে, শুচ্ছিলে, শুলে, শুয়েছ, শুচ্ছ, শোও, শুয়ো, শোবে; শোয়াতে, শুইয়েছিলে, শোয়াচ্ছিলে, শোয়ালে, শুইয়েছ, শোয়াচ্ছ, শোয়াও, শুইয়ো, শোয়াবে

শুতি (স), শুয়েছিলি, শুচ্ছিলি, শুলি, শুয়েছিস, শুচ্ছিস, শুস, শুবি, শো; শোয়াতি, শুইয়েছিলি, শোয়াচ্ছিলি, শোয়ালি, শুইয়েছিস, শোয়াচ্ছিস, শোয়াস, শোয়াবি, শোয়া

শুতো, শুয়েছিস, শুচ্ছিল, শুলো, শুয়েছে, শুচ্ছে, শোয়া, শোবে, শুক; শোয়াত, শুইয়েছিল, শোয়াচ্ছিল, শোয়াল, শুইয়েছে, শোয়াচ্ছে, শোয়ায়, শোয়াবে, শোয়াক

শুতেন, শুয়েছিলেন, শুচ্ছিলেন, শুলেন, শুয়েছেন, শুচ্ছেন, শোন, শোবেন; শোয়াতেন, শুইয়েছিলেন, শোয়চ্ছিলেন, শোয়ালেন, শুইয়েছেন, শোয়াচ্ছেন, শোয়ান, শোয়াবেন

শুয়ে, শুইয়ে

৫.১০ হ ধাতু

হতাম, হয়েছিলাম, হচ্ছিলাম, হলাম, হয়েছি, হচ্ছি, হই, হব; হওয়াতাম, হইয়েছিলাম, হওয়াচ্ছিলাম, হওয়ালাম, হইয়েছি, হওয়াচ্ছি, হওয়াই, হওয়াব হতে, হয়েছিল, হচ্ছিলে, হলে, হয়েছ, হচ্ছ, হও, হোয়ো, হবে;

হওয়াতে, হইয়েছিল, হওয়াচ্ছিলে, হওয়ালে, হইয়েছ, হওয়াচ্ছ, হওয়াও, হওয়ায়ো, হওয়াবে

হতি (স), হয়েছিলি, হচ্ছিলি, হলি, হয়েছিস, হচ্ছিস, হোস, হবি, হ; হওয়াতি, হইয়েছিলি, হওয়াচ্ছিলি, হওয়ালি, হইয়েছিস, হওয়াচ্ছিস, হওয়াস, হওয়াবি, হওয়া

হতো, হয়েছিল, হচ্ছিল, হলো, হয়েছে, হচ্ছে, হয়, হবে, হোক; হওয়াত, হইয়েছিল, হওয়াচ্ছিল, হওয়াল, হইয়েছে, হওয়াচ্ছে, হওয়ায়, হওয়াবে হওয়াক

হতেন, হয়েছিলেন, হচ্ছিলেন, হলেন, হয়েছেন, হচ্ছেন, হন, হোন, হবেন; হওয়াতেন, হইয়েছিলেন, হওয়াচ্ছিলেন, হওয়ালেন, হইয়েছেন, হওয়াচ্ছেন, হওয়ান, হওয়াবেন, হয়ে